দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 22 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ঢাকা বইমেলা

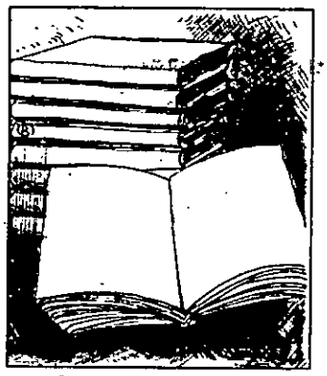

বুধবার শেষ হয়েছে ঢাকা বইমেলা। এবারের মেলা ছিল ১২তম। এবার মেলায় বেশ খানিকটা ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। এ মেলা শুরু হয়েছিল জানুয়ারির ১ তারিখ। মাঝখানে ঈদের জন্য বন্ধ ছিল তিনদিন।

এতে অংশগ্রহণকারী প্রকাশকদের অনেকেই বলেছেন, একদিন আগেই সমাপনী অনুষ্ঠান করে ফেলায় কেউ কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কারণ এতে পাঠক-ক্রেতাদের ধারণা হয়, মেলা শেষ হয়ে গেছে। এবারের মেলায় প্রকাশিত নতুন বইয়ের সংখ্যা শ' পাঁচেক। জানা গেছে, মেলায় এবার বিক্রির পরিমাণ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। টাকার এই পরিমাণটিকে বিপুল মনে হলেও আসলে রাজধানীতে একটি বইমেলার ক্ষেত্রে এটি তেমন একটা বড় কিছু নয়। আরও ব্যাপক প্রচার হলে, আরও লোক সমাগম হলে এর বিক্রি অনেক বাড়ত বলে ধারণা করা যায়।

ঢাকা বইমেলা সম্পর্কে প্রথমেই একটা কথা বলা যায়, এতে অনেক লোক সমাগম হলেও এ মেলা নিজস্ব আলাদা কোন চেহারা পায়নি। প্রকাশকদের কেউ কেউ এমন কথাই বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, বেশ কয়েক বছর ধরেই এ মেলা ভাল হচ্ছে না, এতদিনেও এ মেলা নিজস্ব চরিত্র পায়নি। সাহিত্যের পরিবেশ এ মেলায় বেশি করে আনা গেলে আরও ভালভাবে জমত এ মেলা।

ঢাকা বইমেলা সম্পর্কে আরেকটি কথা হলো, এ মেলার পাকাপাকি কোন জায়গা নেই। সেজন্য মেলা শুরু হলে অনেক পাঠক, ক্রেতা জানতেই পারেন না যে, বইমেলা শুরু হয়েছে, কিংবা কোথায় শুরু হয়েছে। এই মেলার একটা স্থায়ী ঠিকানা প্রয়োজন। এজন্য আমরা মনে করি, একটা স্থায়ী জায়গা নির্ধারণ করে সেখানে প্রতিবছর ১ জানুয়ারি বইমেলা শুরু করা উচিত। সে মেলা পরের ফেব্রুয়ারির একুশের বইমেলার শুরু পর্যন্ত চালু রাখলে ভাল হয়। দীর্ঘ দু'টি মাস রাজধানী নগরীতে এই দু'টি মেলা বই প্রকাশ ও বিক্রির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে, নগরীর সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন প্রাণসঞ্চার করতে পারে। এছাড়াও ঢাকা বইমেলার পরে একুশের বইমেলার আয়োজন এবং তা যথাসময়ে শেষ হলে পরে ঢাকা বইমেলার জায়গাতেই নতুন করে দেশী-বিদেশী বই পত্রিকা ম্যাগাজিন প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এমন হলে সংস্কৃতির একটি চমৎকার ধারা যেমন অব্যাহত রাখা হবে তেমনি দেশে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চাও বাড়বে।

তারপরও বলতে হয়, বাংলা একাডেমীর একুশে বইমেলা দেশের প্রধান বইমেলা হলেও তার পরেই এই ঢাকা বইমেলার নাম করা যায়। এই বইমেলাও ধীরে ধীরে প্রসারিত ও জনপ্রিয় হচ্ছে। এটি দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কিছুটা হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে।

এ প্রসঙ্গে দেশে বই প্রকাশনার ও বিপণনের কথাটি এসে যায়। বই প্রকাশ করা এখন সহজ হয়ে গেলেও বইয়ের প্রকাশনার ক্ষেত্রে খরচ এখনও অনেক। অনেক প্রকাশকেরই বক্তব্য হচ্ছে, বই প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সবকিছুর দাম বাড়াই এর কারণ। এজন্য বই প্রকাশে খরচ বেশি পড়ে। সেজন্যই দামও বেশি রাখতে হয়। এ প্রসঙ্গে একটি সত্য বিষয় হচ্ছে, অধুনা বই পড়ার প্রচলন অনেকটা কমে গেছে। আগে শহরে তো বটেই, বহু গ্রামেও ছিল পাঠাগার। সেসব পাঠাগারে থাকত গল্প উপন্যাস নাটক কাব্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যের নানা বই, অনুবাদ বই, থাকত মূল্যবান পত্রপত্রিকা। ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও শিক্ষিত লোকজন ওসব পাঠাগারের সদস্য হতেন এবং নিজ নিজ রুচি ও চাহিদামতো বই নিয়ে পড়তেন। এভাবে তাঁরা তাঁদের অবসর সময়টা জ্ঞানচর্চায় ভরে তুলতেন। ঘরোয়া এবং স্থানীয় পর্যায়ের পাঠাগার বইপড়া তথা জ্ঞানচর্চার আগ্রহ সৃষ্টির প্রধান উৎস। পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার এখন নেই। ব্যক্তিগত পাঠাগারের সংখ্যাও কম। ব্যক্তিগতভাবে পাঠাগার গড়তে হলে চাই টাকা। ধনীদের পক্ষে সেটা সম্ভব। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের মধ্যে যাঁদের বই পড়ার নেশা, তাঁদের দশটা বই কেনার আগ্রহ থাকলেও দামের কারণে দু'চারটা কিনতে গেলেই অনেকবার ভাবতে হয়। সেজন্য বইয়ের দাম আরও কম হওয়া উচিত এবং এজন্য কাগজসহ বই ছাপার সরঞ্জাম-উপাদানগুলোর দাম যাতে কম থাকে সেদিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত।

ঢাকা বইমেলা শেষ হয়েছে। মানুষ এখন একুশের বইমেলার অপেক্ষায়। তবে পত্রপত্রিকা, বইপুস্তক যাতে সহজলভ্য হয় সে ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করি।